আমাদের পারিবারিক সংগীতচর্চা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BANGLADARSHAN.COM

॥আমাদের পারিবারিক সংগীতচর্চা॥

তখনকার কালের সংগীতের ইতিহাস–ওদিকে আমার মেসোমশায় পাথুরেঘাটার ছোটো রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কালোয়াতী গানের রীতিমত চর্চা করছেন। নর্মাল স্কুলের সঙ্গে সংগীতের ক্লাস খুললেন। ছোকরার দল–আমার সঙ্গীরা, নরেন, ভুলু–সবাই সেখানে গান শিখছে। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, নুলো গোপাল–বড়ো বড়ো সংগীতকার তাঁর আসরে গান করেন। দেশী বাদ্যযন্ত্র সব বাজে সেখানে। রাজরাজড়ার বৈঠকে যা হয়, ঠিম তেমনি।

তাঁর বড়ো ছেলে প্রমোদকুমারও পাকা ইউরোপীয়ান মিউজিশিয়ান। তিনিই প্রথম কালোয়াতী গানকে স্বরলিপিতে বসিয়ে খুব নাম করলেন। গুরুদাস–শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র–সেও চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারত। আহা, মরে গেল বেচারা অল্প বয়সেই।

এদিকে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও সংগীতচর্চা হচ্ছে। ‘নবনাটক’ নাটক হল, জ্যোতিকাকামশায় অর্গ্যান বাজালেন। সেইবারেই প্রথম অর্গ্যান বাজল। শুনেছি, অক্ষয়বাবু বলতেন আমাদের, জ্যোতিকামশায়ের অর্গ্যান শুনতে লোকের ভিড় জমে যেত। অর্গ্যানের সঙ্গে গান হবে। শুনতে রাস্তাভরা লোকের ঠেলাঠেলি লাগত। জ্যোতিকামশায়ের গানবাজনার খুবই ঝোঁক ছিল। আর, সব নতুন নতুন বাজনার সুর তৈরি করতেন। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আসরে ছিল সব দেশী বাদ্যযন্ত্র। জ্যোতিকামশায় বাজাতেন পিয়ানো, অর্গ্যান, বেহালা, বাঁয়া-তবলা, মাঝে মাঝে আবার সব মিলিয়ে স্বরমণ্ডল বেঁধে সুর বের করতেন। কোত্থেকে ইটালিয়ান ঝিঁঝিট বের করে ফেললেন, দেখতে দেখতে ‘বাল্মীকি প্রতিভা’র সুর তৈরি হয়ে গেল। স্বরলিপিটা তখন দু জায়গায় চলছে–পাথুরেঘাটায় প্রমোদকুমার করছেন, জ্যোতিকামশায়ও জোড়াসাঁকোতে করছেন। সে সময়ে সংগীতের কেমন একটা ধুয়ো উঠেছিল। সব নামজাদা বাড়িতেই বড়ো বড়ো ওস্তাদ রেখে সংগীতের চর্চা হত। আমাদের বাড়িতে মেয়েদের পর্যন্ত কালোয়াতী গান শেখানো হত। জ্যাঠামশায় প্রতিভাদিদিদের, হিতুদাকে ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছিলেন। তানপুরা ধরে গাইতেন প্রতিভাদিদি। যেমন তাঁর গলা ছিল, তেমনি পাকা গাইয়েও হয়ে উঠেছিলেন।

জ্যাঠামশায়ও তাঁর ওই প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক থেকে এক স্বর-সুদর্শনচক্র বের করে ছাপালেন। সা রে গা মা সব তার ভিতরে ধরা আছে। যে-কোনো সুর ধরা পড়ে তাতে। জানি নে, কোথায় আছে তা এখন। অনেক তর্কাতর্কি হয়েছিল স্বরলিপি-পদ্ধতি নিয়ে সে সময়ে।

সংগীত নিয়ে সবাই মাথা খেলাত তখন।

কিন্তু আসল সংগীত কাকে পেল? পাথুরেঘাটায়ও সংগীতচর্চা হত, আমাদের জোড়াসাঁকোতেও হত। জোড়াসাঁকোর সংগীতচর্চায় লাভ হল বাড়ির ছেলেদের। ছেলেদের ভিতর সংগীতের সুর চুঁইয়ে পড়ছে। যেমন,

BANGLADARSHAN.COM

বড়ো মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, মাটি ঘাস তার রস টেনে নেয়। তেমনি নিজে নিজের শক্তিমত ছেলেরা তা টেনে নিচ্ছে। পাথুরেঘাটায় যেমন দরবারী সংগীত হয়, এখানে সেভাবে নয়। এখানে দৈনন্দিন জীবনে সুর বাজছে। জ্যোতিকামশায় ওঁরা গাইতেন, ছেলেদের মন ভিজল সুরেতে। রবিকা'র বেলা তাই। তাঁর মন রস গ্রহণ করলে, তারপর সুরের যে ফুল ফুটল তা কালোয়াতী বা আর-কিছুর সঙ্গেই মেলে না। নিত্যকার হাওয়ার মতো যা বইল, তার ফল রবীন্দ্রসংগীত। এ যেন বসন্তের পাখি, কোথা থেকে সুর পেলে, কেউ বলতে পারে না।

পাথুরেঘাটায় ছেলেরাও সংগীত পেয়েছিল কিন্তু তা বুদ্ধির ভিতর দিয়ে। প্রমোদকুমার, গুরুদাস বৈজ্ঞানিকভাবে দেশী সুর 'হারমোনাইজ্' করবার চেষ্টা করলেন। আর রবিকা'র মনের ভিতরে সুর ধরল, সেই ভিতর থেকে যা বের হল তাই রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রসংগীতের মহত্ত্বই এখানে। রবিকা'র ভিতরে সুর স্বতস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠল। সুরের যে গভীরতম দিক, তা মনের ভিতরে প্রবেশ করে যা প্রকাশ হল, তাতে আমাদের সবার প্রাণ কাঁদিয়ে দিয়ে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥